বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
পরিধারন বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের ০৭- ০৩- ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩ তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ঢাকার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন মহাবিভাগ এর মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সভাপতিত্বে তার অফিস কক্ষে বিগত ০৭- ০৩ - ২০১৯ তারিখ সকাল ১১.০০টায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন (আইসিসি) এর মনিটরিং ইউনিট, পরিপালন ইউনিট, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টিম (আইসিটি) এর ৩৩ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আইসিসি এর সকল ইউনিট এর নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ইউনিট পদবী
০১।	মিসেস লুৎফুন নাহার নাজ,উপমহাব্যবস্থাপক পরিধারন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।	সভাপতি মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট
০২।	জনাব মাহমুদ আহমেদ চৌধুরী ,সহকারী মহাব্যবস্থাপক (উপমহাব্যবস্থাপক এর দায়িত্বে) নিরীক্ষা বিভাগ,বিকেবি,প্রকা, ঢাকা ।	সভাপতি নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট
০৩।	জনাব মোহাম্মদ আলী, উপমহাব্যবস্থাপক পরিপালন বিভাগ ,বিকেবি,প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট
০৪।	জনাব সাহা শংকর প্রসাদ , সহকারী মহাব্যবস্থাপক আইসিটি অপারেশন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট
০৫।	মিসেস জিনাত শাফিন ওয়াদুদ,সহকারী মহাব্যবস্থাপক,পরিধারন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা	সভাপতি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৬।	জনাব আমিনুর রহমান, ঊর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা পরিধারন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।	সদস্য মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট
০৭।	জনাব এস এম সোহেল রানা, মুখ্য কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ, বিকেবি,প্রকা,ঢাকা।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৮।	জনাব সুজন চক্রবর্তী , মুখ্য কর্মকর্তা আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৯।	কে এম হাসানুজ্জামান , কর্মকর্তা পরিপালন বিভাগ ,বিকেবি,প্রকা,ঢাকা ।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
১০।	জনাব মোহাঃ তাওহীদুল ইসলাম , মুখ্য কর্মকর্তা পরিধারন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য সচিব অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম, মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট

০২। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।বিগত ১৭-০১-২০১৯ তারিখে ৩২ তম সভার কার্যবিবরণীর উপর গৃহীত সিদ্ধান্ত বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয় এবং সভায় বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন বিকেবি, প্রধান কার্যালয় ঢাকার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীমের সদস্য সচিব জনাব মোহাঃ তাওহীদুল ইসলাম।বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং বিবিধ আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক) বিগত ১৭/০১/১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের মাসিক যৌথসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিকেবির বিভিন্ন শাখার ৪১ প্রদেয় খাত ও ১৩১ আদায় যোগ্য খাতের অসমন্বিত টাকার সমন্বয় করার বিষয়ে ব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় সহ সকল কর্পোরেট শাখা এবং সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের অসমন্বিত এন্ট্রি সমন্বয় করার বিষয়ে পত্র প্রেরণ করা হয় ।এছাড়া আইসিটি অপারেশন বিভাগ হতে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী ৫০ টি শাখার ৪১ প্রদেয় ও ১৩১ আদায়যোগ্য খাতের অসমন্বিত টাকা সমন্বয়ের জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক শাখা ব্যবস্থাপকদের ব্যাখ্যা তলব করা হয় । উল্লেখিত ব্যাখ্যার জবাব পাওয়া গেছে ৪৫ টি শাখা হতে। অবশিষ্ট শাখা সমূহকে ব্যাখ্যার জবাব প্রেরণের জন্য তাগিদ পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ পরিধারন বিভাগ)

খ) ১৭/০১/১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথসভার "ঘ" সিদ্ধান্ত জানিয়ে কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ- ২ এ ০৩/০২/২০১৯ তারিখে ৭৩৬(১) নং পত্র প্রেরণ করা হয়।কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (শাখা- ২) এর পত্র নং ১৯২৭ তারিখ ০৫/০৩/২০১৯ মারফত এত বেশি সংখ্যক হিসাব সচল থাকার বিষয়ে সম্ভাব্য কারন উল্লেখ পূর্বক অত্র বিভাগে পত্র প্রেরন করে যা নিম্নরূপঃ
"১)বিভিন্ন সময় সি পিএফ (ব্যাংক প্রদত্ত ১০%) হতে জিপিএফ (নিজস্ব ১০%) অপশন পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু অপশন পরিবর্তন হলেও ব্যাংক প্রদত্ত ১০% চাঁদা কর্মকর্তা/ কর্মচারীর হিসাব হতে স্থানান্তর না করায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পরও উক্ত হিসাব গুলি সচল রয়েছে।
২) অনেক কর্মকর্তা কর্মচারী বর্তমানে চাকুরীতে নেই (মৃত, চাকুরিচ্যুত, পদত্যাগ কৃত , বিদেশ গমন ইত্যাদি কারনে) কিন্তু ভবিষ্য তহবিল এর টাকা নেয়ার জন্য কোন আবেদন না করায় তাদেরও ব্যালেন্স থাকায় পি এফ হিসাব গুলি সচল আছে।
৩) পূর্বে বিভিন্ন ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরিকৃত ভবিষ্য তহবিল সফটওয়্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মারকিং এর ব্যবস্থা না থাকায় বছর শেষে সুদ হিসাবায়নের জন্য ডাটা প্রসেস চালালে সকল ব্যলেন্স ধারী হিসাবের উপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুদ হিসাবায়ন হতো এবং ব্যালেন্স শূন্য না হওয়ার কারনে পি এফ হিসাবটি চালু আছে।
আগামী ৩০- ০৬- ২০১৯ এর মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কৃত হিসাবের উপর কম্পিউটারে প্রদান কৃত অতিরিক্ত সুদ সমন্বয় হলে হিসাব সংখ্যা আরও কমবে। "

সি পিএফ (ব্যাংক প্রদত্ত ১০%) ,মৃত, চাকুরিচ্যুত, পদত্যাগ কৃত , বিদেশ গমন ইত্যাদি কারনে যে সব পি এফ হিসাব সমূহ সচল আছে তার তালিকা ও সংখ্যা জানানোর জন্য এবং বর্তমানে বিভিন্ন ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরিকৃত ভবিষ্য তহবিল সফটওয়্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মারকিং এর ব্যবস্থা সফটওয়্যার এ না থাকলেও এটা হিসাব বন্ধের সময় ম্যানুয়ালি করার বিধান থাকায় উক্ত হিসাব গুলো কেন চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পরও বন্ধ হিসাবে মারকিং হয়নি সেটাও কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (শাখা- ২) কে জানানোর জন্য পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
।কার্যকরণঃ কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (শাখা- ২)।

গ) ১৭/০১/১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথসভার সভার সিদ্ধান্ত জানিয়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টিমের সদস্য জনাব মোঃ দুলাল মিয়া , সহকারী মহাব্যবস্থাপক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ হতে বদলীর কারনে নতুন একজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ এ ০৩/০২/২০১৯ তারিখে ৭৩৭(১) নং পত্র প্রেরণ করা হয়।উক্ত পত্রের জবাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ ০৫/০৩/২০১৯ তারিখের ১১৪৭ নং পত্রের মাধ্যমে জনাব এস এম সোহেল রানা মুখ্য কর্মকর্তাকে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টিমের সদস্য হিসেবে নাম প্রস্তাব করলে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক মহোদয় তা অনুমোদন করেন এবং ১৭/০১/১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথসভার "ছ" সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরিধারন বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মিসেস জিনাত শাফিন ওয়াদুদ কে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টিমের সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন করার বিষয়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক মহোদয় অনুমোদন দিয়েছেন।

ঘ) ১৭/০১/১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের মাসিক যৌথসভার সিদ্ধান্ত জানিয়ে ত্রৈমাসিক অপারেশন রিপোর্ট (quaterly Operation Report) পূর্বের ১৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে ২৪ অনুচ্ছেদে পরিবর্তিত ফরমেট অনুযায়ী প্রেরণ করার জন্য স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় সহ সকল কর্পোরেট শাখা ও মুখ্য আঞ্চলিক / আঞ্চলিক কার্যালয়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। যেহেতু ১৬ অনুচ্ছেদে প্রতিবেদন পরিধারন বিভাগে প্রেরণ করা হলে উক্ত প্রতিবেদন শাখায় ফেরত পাঠানো হয় এবং পুনরায় নতুন ফরমেটে প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক যাচাই করার জন্য বিভাগীয় নিরীক্ষা / আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হয় যাতে করে কাল ক্ষেপণ হয় এবং যথাসময়ে পরিপালন কাজ সম্পাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।বারবার পত্র লেখার পরও মুখ্য আঞ্চলিক / আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ সঠিক ২৪ অনুচ্ছেদে প্রতিবেদন পরিধারন বিভাগে প্রেরণ না করায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্বাক্ষরিত পত্র সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ পরিধারন বিভাগ)

ঙ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর বিভিন্ন শাখায় **DCFCL(Departmental Control functional checklist)** কার্যক্রম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালনা করা হচ্ছে । কিন্তু প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে **DCFCL** কার্যক্রম করা হয় না। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে **DCFCL** কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা রয়েছে দৈনিক, সাপ্তাহিক,মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে **DCFCL** কার্যক্রম পরিচালনা করার । **DCFCL** কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ পরিধারন বিভাগ)

চ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর বিভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ম্যানুয়েল এ **LDCL** চেক লিস্ট ঋণের ফাইলে রাখার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ শাখা **LDCL** চেক লিস্ট ঋণের ফাইলে রাখে না। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দল কর্তৃক শাখা পরিদর্শন কালীন সময়ে এরকম সমস্যা দেখতে পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দানের অনুরোধ জানিয়ে সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ পরিধারন বিভাগ)

ছ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর পরিধারন বিভাগের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দল বিভিন্ন শাখা আকস্মিক পরিদর্শন করে থাকে। পরবর্তী পরিদর্শনে মার্চ/ ২০১৯ এ ঢাকা বিভাগের আওতাধীন দুইটি শাখা পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ পরিধারন বিভাগ)

জ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর বিভিন্ন শাখার **DCFCL(Departmental Control functional checklist)** ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় এর মাধ্যমে পরিধারন বিভাগে প্রেরণ করে থাকে।অত্র বিভাগ যাচাই এর জন্য কর্পোরেট শাখা,এডি শাখা ও জেলা সদর শাখার রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ে এবং অন্যান্য বিভিন্ন শাখা গুলোর রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ নিরীক্ষা কার্যালয় সঠিক সময়ে যাচাই প্রতিবেদন অত্র বিভাগে প্রেরণ করছে না।আবার অধিকাংশ সময়ে প্রেরণ করলেও তা ১৬ অনুচ্ছেদে প্রেরণ করছে যা ২৪ অনুচ্ছেদে প্রেরণ করা বাঞ্চনীয়। ৩১/১২/২০১৮ তারিখ ভিত্তিক ত্রৈমাসিক অপারেশন রিপোর্ট আঞ্চলিক/ মুখ্য আঞ্চলিক / কর্পোরেট শাখা সহ সর্বমোট ৬১ টি কার্যালয়ের সবগুলো পাওয়া গেছে যার সবগুলোই ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কার্যালয়ে যাচাই এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ২ টি নিরীক্ষা কার্যালয়ের (লাকসাম ও মাগুরা) এর যাচাই প্রতিবেদন অত্র বিভাগে প্রেরণ করেছে।বাকি ৫৯ নিরীক্ষা কার্যালয়ের যাচাই প্রতিবেদন অত্র বিভাগে প্রেরণ করা হয় নাই। এ বিষয়ে সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা ও আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়কে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ পরিধারন বিভাগ)

ঝ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর পরিধারন বিভাগ বিভিন্ন শাখায় Self Assessment of Anti Fraud Internal Controls প্রতিবেদন ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে সংগ্রহ পূর্বক প্রতিবেদনাধীন সময়ের পরবর্তী মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ সাইট সুপারভিষন বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। এই প্রতিবেদনটি ৭৮ কলামে শাখা হতে প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ শাখা পূর্বের ফরমেট ৫৩ কলামে প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া Since Insception (শাখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) জালজালিয়াতির প্রতিবেদন ১৩ কলামে প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও তা প্রেরণ করে না এবং Reporting Period (

প্রতিবেদনাধীন সময়) জালজালিয়াতি ১৩ কলামে প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও তাও সঠিক সময়ে পরিধারন বিভাগে প্রেরণ করে না । বিগত ২৭/০২/২১০৯ তারিখে ৮২৮ নং পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের সঠিকভাবে প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে আলোচনার পর পুনরায় সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ পরিধারন বিভাগ)

০৩।সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন মহাবিভাগ
বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

নং/প্রকা/অনিবিঃপ্রশা- ৪৪/২০১৮- ২০১৯/ ৮৪৬ (১১৫) তারিখঃ১০- ০৩- ২০১৯খ্রীঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১. চীফ ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
০২. ষ্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়- ১/২, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা ।
০৩. ষ্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪. উপমহাব্যবস্থাপক, পরিপালন বিভাগ/ নিরীক্ষা বিভাগ- (সভাপতি, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট, আইসিসি)/ আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৫. সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা / মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬. সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক / আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭. সকল সদস্য, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন টিম(আইসিটি), পরিধারন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৮. নথি/মহানথি

(লুৎফুন নাহার নাজ)
উপ -মহাব্যবস্থাপক
পরিধারন বিভাগ
এবং
সভাপতি
মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট
বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।